

বিশ্বাসের সন্ধানে

বই
লেখক
অনুবাদ
প্রকাশক
সম্পাদনা
প্রচ্ছদ
অঙ্গসজ্জা

বিশ্বাসের সন্ধানে

ড. খালিদ আবু শাদি
আহমাদুল্লাহ আল জামি
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্যদ
আবুল ফাতাহ মুন্না
রংতুলি গ্রাফিক্স

বিশ্বাসের সন্ধানে

ড. খালিদ আবু শাদি



মুহাম্মদ দাওলিওয়েজ

অর্পণ

বাবা-মা। পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন যারা।
তিলে তিলে গড়ে দিয়েছেন আমার জীবন।
পার্থিব সকল বাসনা পেছনে ঠেলে আমাকে ওহির জ্ঞান
শিখিয়ে দু-চার কলম লেখার যোগ্য করে তুলেছেন।
আমার বই নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস আমাকে প্রাণিত করে।
দয়াময় প্রভু তাদের দীর্ঘ জীবন দিন এই দুআ করি।
নির্ধারিত সময়ে পরপারে যাওয়ার আগে আমার
অসংখ্য মহৎ কাজের সাক্ষী হোন তারা, এই প্রার্থনা।



প্রকাশকের কথা

‘বিশ্বাসের সন্ধানে’ একটি আজান, একটি আহ্বান, একটি ঘোষণা, একটি ইশতেহার ও একটি পত্রগত ঐকান্তিক ঐকতান। এর প্রতিটি ঘটনা, সিললিলা ও উদাহরণ খোদার রাহে নিবেদিত, পরীক্ষিত ও পরাক্রান্ত জজবাতি মানুষের জীবন হেঁকে নেওয়া। মানুষ মাত্রই ভোলোমনা ও বিস্মৃতপ্রবণ। কখনোবা সে দায়হীন, কর্তব্যবিমুখ ও উদাসীন। মানুষের সামনে লক্ষ-কোটি উপদেশ, শিক্ষণীয় কাহিনি, উপমা ও উপাদান প্রতিদিন আসে-যায় কিন্তু মানুষ থেকে যায় সম্পূর্ণ নির্বিকার, অনাগ্রহী, অসংগ্রহী ও গাফেল। যে জানে না তার দেহ ও আত্মার পুষ্টি কীসে? সে বুঝে না তার প্রকৃত লাভালাভ কোথায়? সে উপলব্ধি করতে পারে না কীসে তার মানবীয় মুক্তি, পরিদ্রাণ বা নাজাত? কোন্ সারবস্তুতে সে তাজা হবে, সপ্রাণ হবে, সজীব থাকবে সারাদিন কিংবা সারাজীবন, এমনকি মৃত্যুর পরেও!

‘বিশ্বাসের সন্ধানে’ গ্রন্থে এসব বিষয় এত সুন্দর, মনোরম, হার্দ্য ও সুচারু ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, এর একটি লাইন পড়লে দ্বিতীয় লাইন বা তৃতীয় পংক্তি না পড়ে আপনি থাকতে পারবে না, এমনই আশ্চর্য জাদুবয়ান এটির। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে এমন একটি মুসলিম-মানস-গঠনমূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে গৌরবাশ্রিত মনে করছি। বাংলা ভাষার অনুবাদে মূল লেখক ড. খালিদ আবু শাদির ঈমানি চেতনা ও মেজাজ-স্বাধীনতার প্রতিফলনে অনুবাদক আহমাদুল্লাহ জামি কতটুকু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেই গুণাগুণ বা বিচারের ভার পাঠকসমীপেই দিয়ে রাখলাম। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাস, একিন ও ঈমান তথা বিশ্বাসের রঙে রঞ্জিত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং সকলের খেদমতকে কবুল করুন। আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

২৫.১০.২৪



বিশ্বাস: মুমিন জীবনের আলোকিত মিনার

বিশ্বাস ও আস্থা—ছোট্ট এই দুটি শব্দের গুরুভার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিপুল ও বিশাল। বিশ্বাসের ব্যাপারে জন মিল্টন যেমন বলেছেন, বিশ্বাস জীবনকে গতিময় করে তোলে আর অবিশ্বাস করে তোলে দুর্ব্বিহ। প্রকৃত অর্থে ‘বিশ্বাস’ করতে পারি বলেই আমরা এক পায়ের উপর ভরসা করে অন্য পা-টি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যদি বিশ্বাসের আয়না চিড় ধরে যায়, তাহলে সেখানে দ্বৈত প্রতিবিশ্ব তৈরি হয়। আসলে বিশ্বাস করা সহজ; কিন্তু কাকে বিশ্বাস করা যায়, তা বোঝা কঠিন। আর যদি কেউ বিশ্বাসের অমর্যাদা করে, তাহলে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন মোচড়ানো সাদা মসৃণ কাগজের মতো—যাকে কোনোভাবেই আর সোজা ও সুন্দররূপে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বলেছেন, যে কাউকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক; কিন্তু সকলকে ‘অবিশ্বাস করা আরও অধিক বিপজ্জনক।

বোঝা যায় যে, বিশ্বাস মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের মাঝে যারা মুমিন ও আলোকদীপ্ত অন্তরকরণের অধিকারী, তাদের জীবনে এই বিশ্বাস আসে ঈমানের রূপধারণ করে। কারণ, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ঈমান। ঈমানের বিপরীতে কুফরি। ঈমান সত্য, কুফরি মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফরি অন্ধকার। ঈমান জীবন, কুফরি মৃত্যু। ঈমান প্রপূর্ণ কল্যাণ আর কুফরি নিছক অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফরি ভ্রষ্টতার পঙ্কিল সরণি। ঈমান মুসলিমের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট ও বেদনা সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছু থেকে বড়। ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুযঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর এ কারণে মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সঙ্গে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও অমুসলিমদের

সঙ্গেও বন্ধুত্ব হতে পারে না। ইসলামের সে পূর্ণ পরিচয় কী? তার অপরিহার্য দাবি ও অনুযঙ্গগুলোই-বা কী? এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ বইয়ের উদ্দেশ্য। ঈমান ও ঈমান সম্পর্কে বেরোয়া লোকদের যেহেতু এসব বিষয়ের জ্ঞান নেই, সমঝ নেই, ফাহাম নেই কিংবা জ্ঞান থাকলেও পরোয়া নেই, তাই তাদের মতে, ঈমান-কুফরির সন্ধিও অসম্ভব কিছু নয়। তাই আমাদের জানতে হবে, ঈমান কিংবা বিশ্বাস কী? কাকে বলে ঈমান, আর তার অপরিহার্য অনুযঙ্গই-বা কী?

ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মিশ্রণও এখানে থাকতে বা হতে পারে না। সংশয়ই যদি থাকে, তাহলে তা ‘বিশ্বাস’ কীভাবে হয়? বিশ্বাস যদি দৃঢ় ও মজবুতই না হয়, তাহলে তা ঈমান কীভাবে হয়? কুরআন মাজিদের ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থাৎ তারা ই মুমিন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি যারা ঈমান আনে, পরে (কখনো) সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা ই (যথার্থ) সত্যনিষ্ঠ। [সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৫]

ঈমান অর্থ সমর্পণ। ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ, বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লাহর বিধানের আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসুলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর শয়তান ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, রাসুল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলিম মনে করা হয়। কারো প্রতি ঈমান, অতঃপর তার বিরুদ্ধতা—এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও ‘অসহায়’ ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের ‘বুদ্ধিজীবী’দের কাছে তা পুরাপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলামহীন তথা সমর্পণহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ঈমানের সঙ্গে সরাসরি বিদ্রূপ (বা প্রহসন) ছাড়া আর কিছুই নয়।

আস্থা-ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা অস্বীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফরি। কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ঈমান

তখনই হতে পারে, যখন তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকে, অন্তরে তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল, তাঁর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব, তাঁর বিধান ও শরিয়ত এবং তাঁর দ্বীনের সকল নিদর্শনের সঙ্গে মুমিনের সম্পর্ক—এ আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধারই সম্পর্ক। যার প্রতি বা যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়েছে, তার প্রতি বা ঐ বিষয়ে আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-ভালোবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। চিন্তাভাবনা এবং আমল ও আলোচনার দ্বারা একে শক্তিশালী করা এবং গভীর থেকে গভীরতর করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। বিদেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে, তার প্রতি ভালোবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদেষ ও শত্রুতা থাকবে, তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অন্তরের বিদেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে, তবে তা হবে মুনাফিকি। মুসলিমের ভালোবাসা হবে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি। আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের ভালোবাসা হবে তাদের নিজ নিজ উপাস্য ও নেতাদের প্রতি।

বিশ্বাসের সন্ধানে গ্রন্থে আমরা এমন-সব চিন্তসম্বন্ধী আলোচনার উপস্থিতি টের পাবো, যা আমাদের ঈমান নিয়ে অসংখ্যবার ভাবতে বাধ্য করবে। ড. খালেদ আবু শাদি আমাদের সামনে বিশ্বাসের এমন মুঞ্চকর আলোচনার দ্বার উন্মোচন করবেন যে, আমরা ঈমানের প্রতিটি শাখায় নিজেদের বিচার করতে পারবো। অবিশ্বাসের এই পৃথিবীতে এ বইটি আমাদের হৃদয়ে ঈমানের শীতল-বারি সিঞ্জন করে অন্তর্দীপ্ত করবে ইনশাআল্লাহ। অনুবাদক হিসেবে আমি চাইবো, স্বাক্ষরপ্রাণ পাঠকবৃন্দ তাদের সংগ্রহের অসংখ্য ভালো গ্রন্থের সঙ্গে আমার অনূদিত বক্ষ্যমাণ বইটিও সংগ্রহ করবেন এবং নিজেদের ঈমানের রাজপথকে আরো দ্যুতিময় করে তুলবেন। প্রিয় পাঠক, অনুবাদে অনবধান কিংবা অদক্ষতার ছাপ থাকতে পারে। তথাপি সুন্দর ও মার্জিত করতে চেষ্টার ঢ্রুটি ছিল না আমার। কতটুকু পেরেছি, কতটুকু পারিনি, এর বিবেচনা করবেন সচেতন পাঠকবৃন্দ। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের পবিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিকে স্বাগত জানাতে চাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই, এ বই অনুবাদে যারা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের। নামোজ্জেকের মাধ্যমে তাদের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু পাঠকের দুআয় তারাও যেন शामिल থাকেন, সে হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বন্ধুবর জুনাইদ বিন রফিককে। কৃতজ্ঞতা জানাই জুবায়ের মহিউদ্দিন ভাইকে, আমার লেখালেখিতে সবটুকু অবদান

তার। স্মরণ করছি, প্রিয় উস্তাদ মুহতারামদের, যারা ভালোবেসে আমাকে শিখিয়েছেন ওহির জ্ঞান।

পরিশেষে মুহাম্মদ পাবলিকেশন-এর প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা সযত্নে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন। পাঠকের ভালোবাসা ও সুপরামর্শ এই ক্ষুদ্র লেখকের সঙ্গে থাকবে সবসময়, এই প্রার্থনা মহান রবের কাছে। তিনিই তাওফিকদাতা, আশ্রয় পরম ও মহান। আমিন।

আহমাদুল্লাহ আল জামি

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কায়রো, মিশর।

১০ জুলাই ২০২৪ খ্রি.



একিন : বিশ্বাসী হৃদয়ের ঐশ্বর্য

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا .

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি মূলত একটি চিঠির মলাটবদ্ধ রূপ। লিখেছিলাম একজন
বিভোর তারুণ্যের উদ্দেশ্যে। দুনিয়ার মোহ যাকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল ভেতর
থেকে। ক্ষয়ে যাচ্ছিল তার সময়, মেধা, আত্মা ও পার্থিব স্বস্তি ও শান্তি। সে
চলছিল মরীচিকার পথে, বেঘোরে, নেশাসক্ত মাতালের মতো। কোনো
লক্ষ্য নেই, দিগ্দিশা নেই, গন্তব্য নেই, মঞ্জিলে পৌঁছার কোনো তাড়া নেই।
তাকেই, তার উদ্দেশ্যেই একদিন লিখে ফেললাম হৃদয়তপ্ত এক চিঠি।
নাসিহার আঙ্গিকে; দিন তো মূলত নাসিহারই নাম।

প্রিয়, যদি আজ তোমার অধিকারে থাকতো একিনের জ্ঞান; যদি তার কল্যাণে দেখে নিতে বেহেশতি সরোবর, চেখে নিতে জালাতি মেওয়া; যদি বুঝতে দোজখের বিভীষিকা, শুনতে অগ্নিশিখার ভয়াবহ গর্জন; চোখ বুজে যদি দেখতে কবরের আঁধার, পোকামাকড়ের কিলবিলকরা মৃত্যুঘর, তবে আর দুনিয়ার মোহে নয়, পড়ে থাকতে আখিরাত নিয়ে। ভাবতে, কী করে সাজাবে তোমার চিরশান্তির নীড়, সুখের মহাজীবন।

মানুষ আসলে জন্মায় মানুষ হয়েই। সদ্যোজাত শিশুটির ভেতরে থাকে ফিতরাত; স্বভাবধর্মের বীজমঞ্জরি। পবিত্র, নির্মল ও তাজা ফুলের মতো একটি হৃদয় থাকে তখন। সেখানে থাকে জালাতের প্রতি তুমুল আগ্রহ, জাহান্নামের ভয় এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের প্রবল ঔৎসুক্য।

তারপর যখন একটু একটু করে দুনিয়ার কোলে বেড়ে ওঠে, শয়তান তাকে শেখায় পার্থিব ভাষা, দেখায় জগতের রঙ। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তাকে। তখন নষ্ট হয়ে যায় ভেতরের ফিতরাত। চারপাশ থেকে ভেঙে পড়ে খোদাপ্রদত্ত সুরক্ষিত আবরণী।

এভাবেই বান্দা এগিয়ে যায় গুনাহের দিকে, অশুভের দিকে, অকল্যাণের দিকে। কখনো ইচ্ছায়, কখনোবা মনের অজান্তেই। ভুলে যায় রবের যত সতকী নিষেধাজ্ঞা।

তখন মনে হয়, জীবনের এই চক্র ফুরোলেই বুঝি খতম; আর কিছু নেই পরে। তাই আরো বেশি করে উপভোগ করতে থাকে দুনিয়াকে। জড়িয়ে যায় প্রতিনিয়ত; বিচিত্র মায়াবী প্রহেলিকায়।

এত কিছুর ভিড়ে বিলকুল ভুলে যায়, তাকে একদিন দাঁড়াতে হবে মালিকের সামনে, পার হতে হবে সিরাত, আছে শান্তির জাহান্নাম কিংবা শান্তির জালাত। বিলকুল ভুলে যায় সব। অন্তরে সামান্য ঈমান থাকলেও একিন থাকে না একফোঁটাও।

অথচ একিনবিহীন ঈমানের মূল্য নেই তেমন।

প্রিয় বন্ধু, পরিশ্রম মানুষকে এগিয়ে দেয়। সফলতা ও পুরস্কার অপেক্ষা করে পরিশ্রমীর।

আল্লাহ তাআলা যদি দয়া করে আমাদেরকে বেহেশতি আয়োজন দেখিয়ে দিতেন, যদি হ্রদেরকে করতেন খানিকটা আবরণহীন; তবে আমরা দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হতাম না কোনোদিনই।

যদি শুধু একবার শুনতে পেতাম জাহান্নামের গর্জন; সামান্য তাপ যদি গায়ে এসে লাগতো, তবে রাতগুলো আমাদের দিন হয়ে যেত; রাতভর সিজদায় কাটিয়ে দিতাম তপ্ততার ভয়ে।

কিন্তু রবের ইচ্ছা ভিন্ন। তার নিজাম আলাদা। তিনি চান বান্দাকে পরীক্ষায় রাখতে। দূর থেকে দেখেন, বান্দা তাঁকে মানে কিনা। তাঁর কথা শুনেই একিন অর্জন করে কিনা। তারপর সেই একিনের মর্যাদা রেখে আমল করে কিনা।

প্রিয় ভাই আমার, একিন মজবুত করুন। একিন না থাকলে আমলে উৎসাহ পাবেন না।

- একিন এমন পরশপাথর, যার ছোঁয়া লেগে তৈরি হয় সোনার মানুষ। একবার একিন অর্জন হয়ে গেলে পুরো দুনিয়া কুরবান করে দিতেও দ্বিধা হয় না।
- একিন এক মানদণ্ডের নাম। যার সাহায্যে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়—কোনটা আসল, কোনটা নকল; কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ; কোনটা সিংহ, কোনটা সিংহের ছবি।
- একিন এমন অদৃশ্য শক্তির নাম, সাহায্যে কিরাম যার মাধ্যমে এগিয়ে গিয়েছেন আমাদের থেকে; সহস্র ক্রোশ দূরে। আমাদের তুলনায় তাদের সবার আমল অনেক বেশি ছিল, ব্যাপারটি এমন নয়; বরং তাদের আমলের সঙ্গে ছিল একিনের নুর; সূক্ষ্ম কিন্তু তীব্র এক বিচ্ছুরিত আলো।

আফসোস, আজকের আধুনিক পৃথিবীতে ঈমান ও একিনের চর্চা হয়ে গেছে ডুমুরের ফুল। কেউ ভাবেই না, একটুও না, কী হবে চোখ দুটো বন্ধ হওয়ার পর।

সবকিছুর ওজন দেওয়া হয় বস্তুবাদী নিক্রিতে। সুখের ধারণা আটকে গেছে দৈহিক মানচিত্রে। আত্মার অসুখ বলে যেন কিছুই নেই জগতে। এত কিছু পরেও সুখের দেখা পাই না আমরা কেউই। কী করে পাবো, আমরা তো ভুলেই গেছি, আত্মার সুখই বড় সুখ।

প্রিয় বন্ধু, চলুন, আমরা সাহাবিদের মতো করে বলি, এসো, ঈমানি বাতচিত ও সংলাপ করি। আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল, ফেরেশতা ও

আখিরাতের খানিকটা আলাপ পাড়ি। একিনের মহাসাগরে একটু গা ভিজিয়ে আসি, চলুন।

যে ব্যক্তির গায়েবি বিষয়াদি সম্বন্ধে একিন না থাকে, তার ঈমানই থাকে না মূলত। হজরত মালিক ইবনে দিনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন— কুকুরের কাছে সোনা-রূপার কোনো মূল্য নেই। সামনে পড়ে থাকতে দেখলে একবার শূঁকেও দেখবে না। কিন্তু যখন তার সামনে হাড়ি ছুড়ে দেওয়া হবে, তখন ঠিকই হামলে পড়বে খাওয়ার জন্য। দুনিয়াদারের অবস্থাও এমনই, সত্যের প্রতি আগ্রহ নেই কারোরই।’

আফসোস, মানুষ আজকে কীভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে পার্থিব নেশায়। জীবনখাতার পাতাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে; উড়ে যাচ্ছে; ক্ষয়ে যাচ্ছে তার আশ্চর্য হায়াতের দিনক্ষণ, তবু হুঁশ ফিরছে না।

প্রিয়, আর কতকাল ডুবে থাকবে নেশায়? এখনও কি সময় হয়নি জেগে ওঠার? আলস্যের ঘোর কাটিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দেখো, এখনো সন্ধে নামেনি আকাশে। এখনো বাকি আছে ঢের সুযোগ; একান্তে নীড়ে ফেরার।

একবার পান করে দেখো ঈমানি শরাব, কেটে যাবে পার্থিব মায়াজাল। একবার যদি অন্তরে স্বলে বেহেশতি নুর, দেখবে কীভাবে দূর হয় নফসের অন্ধকার। একিন জেগে উঠলে দেখবে, ভেসে যাবে সকল শয়তানি চক্রান্ত।

প্রিয় ভাই আমার, উঠে এসো তীরে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

এসো, হাতটা ধরে দেখো, কীভাবে পৌঁছে যাবে সফলতার দুয়ারে; মালিকের ইচ্ছায়। কান পেতে শোনো, রবের মায়াময় ডাক। কেমন করে ডাকছেন বান্দাকে; তার রহমের ছায়ায় ফিরে আসার জন্য। পথ একদম সোজা।

তবে কেন এত ভয়? কীসের এত সঙ্কোচ? এই যে পত্র/পুস্তিকা লিখছি আমি, এর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো, একিনসমৃদ্ধ মুমিন তৈরি করা (আল্লাহর ইচ্ছায়)। দুনিয়া হবে যার কাছে সত্যিকারের কারাগার। স্বজনে-নির্জনে যে হবে আল্লাহমুখী। কুরআন হবে তার দিনমানের সঙ্গী। আল্লাহর স্মরণে থাকবে সারাক্ষণ উদ্বেল। দুনিয়া-বিমুখতায়, হিকমতে, তাকওয়ায় হবে সদা অগ্রসর। নিয়ামত পেয়ে হবে শোকরগুজার। বিপদে ধারণ করবে অসীম ধৈর্য। ইবাদতের প্রশ্নে হবে একনিষ্ঠ আবিদ। নির্ভর করবে আল্লাহর

ইচ্ছের উপর; জীবনের সকল হালে, সকল হাকিকতে, জান্নাত হবে তার জিন্দেগির পরম লক্ষ্য।

আল্লাহপাক কবুল করুন আমাদের সবাইকে।

প্রিয় পাঠক, ইতিকথার আগে আপনার কাছে দুটো আবদার করবো লেখক হিসেবে।

প্রথমত, আমরা যা পড়বো, নিজের জীবনে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে পড়বো। জীবনকে সাজাবো সেইভাবে। ইবনুস সাম্মাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু : ৮৩ হিজরি) বলেন, যেকোনো নাসিহামূলক কথার মধ্যে একটি পর্দা থেকে যায়। সহজে মাথায় ঢেকে না। এই পর্দা উন্মোচন করার জন্যে চাই গভীর চিন্তা-ফিকির। আর চিন্তা-ফিকিরের সবচেয়ে বড় বাধাটি হলো দুনিয়াবি ব্যস্ততা ও ঝুটঝামেলা।^২

অতএব, প্রিয় পাঠক, বইটি পড়ার আগে দুনিয়াবি চিন্তা থেকে আমরা প্রথমে মুক্ত হয়ে যাব। তারপর মন দিয়ে ভেবে ভেবে পাঠ করবো।

ইমাম ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু : ৭০৯ হিজরি) বলেন, মাঝেমাঝে আমাদের হৃদয়ে আসমানি নুর নাজিল হয়। কিন্তু আমরা দুনিয়া নিয়ে গাফিল থাকার কারণে সেই নুর আবার আসমানে ফিরে যায়; কোনো আছর করে না হৃদয়ে।

অতএব, পাঠ করার সময় অবশ্যই আমরা মন দিয়ে পাঠ করবো।

দ্বিতীয়ত, কিতাবটি পড়ে নিলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না; বরং দায়ভার বেড়ে যাবে আরও। কারণ, ইলমেরও জাকাত দিতে হয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু : ২৪১ হিজরি) বলেন, ইলমের উদাহরণ সম্পদের মতো। সম্পদ যতই বাড়ে, এর সঙ্গে সঙ্গে জাকাতের পরিমাণও বাড়তে থাকে।^৩

ইলমের জাকাত হলো, এর প্রচার ও প্রসার। যেই ইলম আপনি অর্জন করেছেন, তা যেন আশপাশের সকলে পেয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করা। যেন সকলে এর থেকে উপকৃত হয় আর আপনিও দ্বিগুণ সওয়াব পেয়ে যান। এটিই ইলমের দাবি।

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/২০৮, আবু নুআইম আসফাহানি। দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[৩] আল-আদাবুশ শারইয়াহ ওয়াল মিনাখল মারইয়াহ ২/১৪২, ইবনু মুফলিহ। দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

অতএব, পাঠকের কাছে আমার আবদার, তারা যেন ইলমের দাবি পূরণ করেন, নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন এবং চারপাশে ছড়িয়ে দেন তার সুরভিত মাধুরী।

আল্লাহ তাআলা সকলের নেক মাকসাদ পূরণ করুন। আমাদের সকলকে একিনের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। সকলকে তাঁর একান্ত প্রিয় করে নিন। আমিন।

—খালিদ আবু শাদি

সূ চি প ত্র



একিন ও বিশ্বাসের পরিচয়—২৫

একিনের সংজ্ঞা—২৫

একিনের স্তর-বিন্যাস—২৬

প্রথম অধ্যায়

একিনের উপকারিতা প্রসঙ্গে—২৮

একিনের (বিশুদ্ধ বিশ্বাস) উপকারিতা—২৮

১. পাপমোচন—২৮

২. উন্মত্তে মুহাম্মদির প্রভূত কল্যাণ—২৯

৩. হৃদয়ের দূরদৃষ্টি—৩১

মনীষীদের দৃষ্টি-প্রখরতা—৩৩

৪. কবরের আজাব থেকে পরিত্রাণ—৩৫

৫. ঐশী বিধানে অব্যবহিত সম্মতিজ্ঞাপন—৩৭

আমলের সঙ্গে একিনের বসবাস—৩৮

৬. আশ্বিয়া কিরাম : একিনের হিমালয়—৩৯

এক. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম—৩৯

দুই. হজরত মুসা আলাইহিস সালাম—৪২

৭. ঈমানি শ্রেষ্ঠত্বে উত্তীর্ণ কাফেলা—৪৪

৮. সংশয়বাদের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—৪৬

সবধান! সংশয় থেকে বাঁচুন—৪৭

মনের একটু দোলাচল পিছিয়ে দিলো বহুদূর—৪৮

ক্ষয়ে যায় সংশয়বাদী আত্মা—৪৯

৯. একিনের উপকারিতা : ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ভাষ্য—৪৯

১০. একিন : নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম নেকআমল—৫১

একিন হলো কলবের ইহসান; সর্বোচ্চ স্তর—৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

- হৃদয়ে একিনের চাষাবাদ—৫৩
নবিজির মজলিসে প্রথম পাঠ—৫৪
১. সুবোধ, তোমার বোধোদয় হোক—৫৪
২. পেতাম যদি বেহেশতি মেওয়া—৫৮
৩. চমৎকার নববি উপমা—৫৯
৪. সুনির্ধারিত অবস্থান—৬০
৫. স্বচক্ষে দেখে নিলেন দোজখের বিভীষিকা—৬১
৬. নিজ কানে শুনলেন জাহান্নামের বর্ণনা—৬৩
সালাফের ঘটনাবলি থেকে—৬৩
৭. শোনা যায় কবরের আজাব—৬৪
কবরের আজাবে ইহুদিদের বিশ্বাস—৬৫
আপনার উৎসভূমি (কবর) আপনার অপেক্ষায়—৬৬
৮. চর্মচোখে জাহান্নামের দৃশ্য—৬৭
৯. নববি ভবিষ্যৎবাণী নিঃসন্দেহে সত্য—৬৮
১০. তরবারির পথশেষে জাহান্নামের ঠিকানা—৭০
শহিদদের অবস্থান মর্যাদার সুউচ্চ চূড়ায়—৭১

তৃতীয় অধ্যায়

একিনের প্রকারভেদ—৭২

১. কুরআনের প্রতি একিন—৭২
কুরআনের প্রতি একিন অর্জনের ফলাফল—৭৫
২. হাদিসে রাসুলের প্রতি একিন—৭৫
এদের নিয়েই গর্ব করি—৭৯
কাঠের তরবারি—৮২
৩. আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তার প্রতি একিন—৮৩
আল্লাহর অপার ক্ষমতার প্রতি একিনের ফায়দা—৮৫
৪. মৃত্যুর প্রতি একিন—৮৬

সালমান ফারিসি রাদি.—৮৯
আবু বকর ইবনে হাবিব—৮৯
আবু আলি হাসান আলগাল্লাস— ৮৯
হাসান বসরি—৮৯
আমার প্রতিবেশিনী হানা—৯০
৫. তাকদির সম্বন্ধে একিন—৯০
৬. মৃত্যুর প্রতি একিন—৯৫
মৃত্যুর প্রতি একিনের ফলাফল—৯৬
৭. পরকালীন প্রতিদানের প্রতি একিন—৯৮
জুলুম-নির্যাতন নিপাত যেত—১০১
অসহায় জালিম—১০৩
অঙ্কুতুড়ে—১০৪
ফলাফল—১০৬
৮. আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির উপর একিন—১০৬
ফলাফল—১০৮

একিন সহায়ক কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য—১০৯

এক. ধৈর্য—১০৯
১. আজান—১১১
২. আল্লাহর স্মরণ—১১৫
৩. আল্লাহর রাস্তায় দান—১১৭
৪. জুমার নামাজ—১২০
৫. মসজিদে পায়ে হেটে গমন—১২২
দুই. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ ভরসা—১৩১
তাওয়াক্কুল কী?—১৩২
তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত একটি আয়াত—১৩৩
তাওয়াক্কুলের যত ফায়দা—১৩৪
ইবরাহিম আদহামের সঙ্গে—১৩৫
মুক্তির মন্ত্র তাওয়াক্কুল—১৩৬
এক নিঃসঙ্গ বন্দি এবং স্রষ্টার বিস্ময়—১৩৭

তিন. আল্লাহ সন্তুষ্টি—১৩৯
একিনের সঙ্গে সন্তুষ্টির সম্পর্ক—১৪০
সন্তুষ্টি লাভের দুআ—১৪৩
সন্তুষ্টি অর্জনের আলোকবর্তিকা—১৪৫
চার. জাহান্নামের ভয়—১৪৬
ধ্বংসের রাজ্য—১৪৬
জাহান্নাম সফর—১৪৭
দাঈ ইলাল্লাহর শাস্তি—১৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

একিন অর্জনের চাবিকাঠি—১৫১

১. চিন্তাশীলতা—১৫১
- সালাফের ভাবনায় জাহান্নাম—১৫২
২. কুরআন গবেষণা—১৫৩
- তাফসির শিক্ষা—১৫৪
- তिलाওয়াতে ধীর-স্থিরতা—১৫৪
- সুরে সুরে তिलाওয়াত—১৫৪
- অনুধাবনে অগ্রগতি যেভাবে...—১৫৮
৩. দুআ—১৫৮
৪. কল্পনা-বিলাস—১৫৯
৫. একাকিত্ব—১৬১
৬. সংসঙ্গ—১৬৩
- নিজে সজাগ হও, অপরকে জাগাও—১৬৫
৭. বিদায় দর্শন—১৬৬
৮. কিছু প্রয়োজনীয় ইবাদত—১৬৮
৯. সংকাজ বিনাশী সবকিছু থেকে বেঁচে থাকা—১৭০
১০. সং কাজের আদেশ, অসং কাজ হতে নিষেধ—১৭১
- যে কবিতা তৃষণ মোটায়—১৭২

উৎস গ্রন্থ—১৭৩

বিশ্বাসের সন্ধানে



একিন ও বিশ্বাসের পরিচয়

আজকাল দুনিয়াজুড়ে একটি কথা বহুল প্রচলিত, তা হলো, ‘কীভাবে, কেমন করে?’ সকলের মুখে মুখে, বইপত্রে, বক্তৃতায় ও অহর্নিশ চিন্তাভাবনায় একটিই কথা, কীভাবে করব এত বড় কাজ, কী করে পৌঁছুবো এত উঁচুতে ইত্যাদি।

আমরা এতসব প্রশ্নের ভিড়ে ভুলেই যাই, আমার কাজটা কী, ঠিক কী করব আমি, আমার গন্তব্য কোথায়, কীই-বা আমার মাকসাদ। যেকারণে আমরা কখনো মাঝপথে থেমে যাই। কখনো ঘুরপথে হাঁটতে থাকি, ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিই একসময়। দিনশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসি।

অতএব, আমাদের শুরুতেই জানতে হবে আমাদের মাকসাদ কী। গন্তব্যটি চিনে নিতে হবে আগেভাগে।

আমরা পথ ধরেছি একিনের গন্তব্যের দিকে এবং সবশেষে একিনসমৃদ্ধ হওয়াটাই মুখ্য। সুতরাং আমাদেরকে শুরুতেই জানতে হবে একিনের পরিচয় সম্বন্ধে। কাকে বলে প্রত্যাশিত একিন।

একিনের সংজ্ঞা

একিনের সংজ্ঞায় ইমাম জুরজানি বলেন, একিন হলো লব্ধজ্ঞান, যাতে সংশয় থাকে না বিন্দুমাত্র। পরিভাষায় একিনের অর্থ, ‘কোনো জিনিসের ব্যাপারে এমন বাস্তবসম্মত বিশুদ্ধ বিশ্বাস থাকা যে, বস্তুটির ধরনই এমন এবং এ বস্তু ভিন্নধরনের হতেই পারে না।’

অতিবাস্তববাদীদের কাছে একিন হলো, ঈমানের সঙ্গে কোনো দৃষ্টবস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অর্থাৎ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত অদৃশ্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে একিন বলা হবে না।

একিনের সংজ্ঞায়নে আরও অনেক মত-অভিমত রয়েছে। কেউ বলেন, একিন হলো ঈমানের নুর দিয়ে কোনো বস্তুর স্বচক্ষুদর্শন। কেউ বলেন, গায়েবি বিষয়াদির ব্যাপারে

সন্দেহের নিরসন হওয়াটাই একিন। কেউ বলেন, বাস্তবসম্মত কেনো কিছুতে হৃদয়ের প্রশান্তি পাওয়ার নামই একিন।^[১]

আল-মিসবাহুল মুনির গ্রন্থের লেখক বলেন, দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে অর্জিত বিশ্বাসকে একিন বলে।^[২] বিখ্যাত অভিধান লিসানুল আরবের ভাষ্য মতে, একিন মানে ইলম, সংশয় নিরসন ও বাস্তবসম্মত জ্ঞান।

একিন হলো সংশয়ের বিপরীত শব্দ আর ইলম হলো অজ্ঞতার বিপরীত।^[৩] একিন হলো আল্লাহপ্রদত্ত এক উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। তিনি যাকে পছন্দ, তাকে দেন এই নুর। এই আলোক বান্দাকে দেখায় আখিরাতে দিকে তিমিরবিদারী পথ।

একিনের শক্তি বান্দা আর অদৃশ্যের মাঝ থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়। ফলে সবকিছু হয়ে যায় দৃশ্যমান সত্যের মতো। যখন কারো হৃদয়ে একিনের চাষাবাদ হয়, দূর হয়ে যায় সংশয়ের শেষ বিন্দুটাও। থাকে না কোনো পার্থিব ভয়ভীতি। অন্তরের গহিনে নাজিল হয় প্রশান্তি, শিশিরের মতো।

একিনের বিপরীতে অবস্থান করে ‘শাক্ব’ ও ‘জন’ অর্থাৎ সন্দেহ-সংশয়।

‘শাক্ব’ হলো, কোনো ব্যাপারে দোটানায় পড়ে যাওয়া। তখন কোনো একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ বলেন, দুইদিকের কোনো দিকেই মনকে না ঝাঁকানো।^[৪] অপরদিকে ‘জন’ হলো, যেকোনো একটি দিক প্রাধান্য পেয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় দিকটিকেও ফেলে দেওয়া যায় না। সেটিও সত্য হওয়ার অবকাশ থেকে যায়।^[৫]

তবে ‘জন’ কখনো একিনের অর্থে, কখনোবা ‘শাক্ব’-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

একিনের স্তর-বিন্যাস

প্রিয় পাঠক, একিনের মৌলিক স্তর তিনটি :

১. علم اليقين জ্ঞানগত একিন।

২. عين اليقين চাক্ষুষ দর্শন।

[১] আত তারিফাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩২

[২] আল মিসবাহুল মুনির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮১

[৩] লিসানুল আরব, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ১৫৭

[৪] আত তারিফাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৫] আত তারিফাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৭